মন্ত্রিবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিস্কণ্টকে রাজ্য করেন। কিছু দিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল তৎকালে রাজা রাজ্ঞীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহা রাজ বুঝি শত্রু রাজাগণের চক্রে তোমার এ দেশ না থাকিবে। অতএব আপনকার হিতৈষিণী হইয়া স্মরণার্থে আমি কহি যে রাজা ব্যসনাসক্ত হন তাঁহার ধন বুদ্ধি সামর্থ্য সহায় থাকিতেও রাজ্য নষ্ট হয়। তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কাম প্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয় ক্রোধ প্রযুক্ত অষ্ট প্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যাজ্য। কামজ দশ প্রকারের এই বিবরণ মৃগয়াতে আসক্তি প্রথম দূতক্রীড়াসক্তি দ্বিতীয় দিবা নিদ্রা তৃতীয় সর্ব্বদা পরাপবাদ করণ চতুর্থ স্ত্রৈণতা পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্যদর্শনাসক্তি সপ্তম গীতশ্রবণাসক্তি অষ্টম বাদ্যশ্রবণাসক্তি নবম নিরর্থক ইতস্ততো ভ্রমণ দশম এই দশ প্রকার কামজ ব্যসনগণেতে সর্ব্বদা আসক্ত যে রাজা হন তাঁহার অর্থ ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই বিবরণ খলতা প্রথম সাধু লোকের নিরপরাধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরাধি লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পরপ্রশংসার অসহিষ্ণুতা চতুর্থ উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে,

স্থান পঞ্চম চলক্রমে পর ধনের গ্রহণ ও অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ পরের ভর্ত্সন সপ্তম প্রহারাদি দ্বারা লোকের অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম৷ এই রূপ ক্রোধজ অষ্ট বিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রাজা হন তিনি আপনি নষ্ট হন৷ এবং তাঁহার রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়৷ আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অতি শীঘ্র আমরা সকলেই বিপদ্গ্রস্ত হইব৷ রাজ্ঞী রাজাকে এই রূপ নিবেদন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বসিলেন৷ তদনন্তর রাজা রাণীকে কহিলেন হে প্রেয়সি ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বট বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সে বট বৃক্ষ আছেন এবং সে বট বৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষ ছিলেন যাহারদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষ ও আছেন অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে আইস পাশক্রীড়া করি৷ রাজা ইহা কহিয়া রাণীর সহিত পুনর্ব্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন৷ তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তি কাল উপস্থিত জানিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন৷ আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোন ক্ষমতা নাই কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমারদের বড় লজ্জার

বিষয় মহত্ত্বের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোন প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব আমারদিগকে যুদ্ধ করিয়া রাজার শত্রুরদিগকে নষ্ট করিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষ রণ করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রাজ্ঞী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রুগণ অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রাজ্ঞীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষ শুনিতে পাইয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কল্যাণি যে রূপ তোমার রাজার শত্রুবর্গেরা নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন। আমরা পূর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম যে পুষ্করণীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘ প্রতাপে সে পুষ্করণীর সমস্ত জল শুষ্ক হইল। এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করণীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করণীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত জলেতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই প্রযুক্ত প্রাণ পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা জয়শেখর ইনি পূর্ব্ব জন্মে আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরণ করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা

বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়৷ ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে কহিলা এ নীতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতি শাস্ত্রের মত যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ৷ আর ভবিতব্য হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কথা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না৷ সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ৷ অতএব সর্ব্বদা বিষয় কর্ম্মের উদ্যোগ করিবে৷ পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানী বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তামণি দিলাম৷ রাজা চিন্তামণি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্তুতি প্রণতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন৷ পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিলেন৷ রাজা ঐ চিন্তামণি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন৷ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ মহত্ত্ব তোমাতে যদ্যপি এতাদৃশ মহত্ত্ব থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হও৷ ভোজরাজ ইহা শুনিয়া তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন৷৷

ইতি ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা৷৷

চতুর্দ্দশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনের নিকটে শ্রীভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। শ্রীবিক্রমাদিত্যে অবন্তীনগরে সাম্রাজ্য করেন তাহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটীহইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থে যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার এই পণ এই তৈল কটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে। সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব রূপ লাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তী নগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈলকটাহের নিকটে গিয়া তৈল মধ্যে ঝম্প দিলেন।

মদনসঞ্জীবনী ইহা শুনিয়া তথাতে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নির্ব্রণ নির্ব্যথ শরীর করিল। দিব্যাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুণ তপ্ত তৈল কটাহে প্রবিষ্ট হওয়া হইতে অধিক বা কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জ্ঞান কারণ এ পণ করিয়াছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী হও। এ রূপ নানা প্রকারপ্রিয় বাক্যেতে রাজার তাদৃক আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রীতে এবং এতাদৃশ রাজসম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদনন্তরে রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনসঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ॥

ইতিচতুর্দ্দশী কথা ॥

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপে স্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্যে হস্তি অশ্ব রথ পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভা মধ্যে বসিয়াছেন ইত্যবসরে ক্রীড়াবনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুর রাজা বসন্ত আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বন রাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমর মালা মধুপানে মত্তা হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিল মিথুন মধুর রব করিতেছে। উদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়া বন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন মধ্যবর্ত্তি বিচিত্র মণ্ডপ মধ্যস্থিত মণিমণ্ডিত কনকময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র

প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধি কারি পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কথন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানা বিধ ব্যাধিময় এ শরীর ও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিকী প্রীতি করা জ্ঞানি জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়িকা বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়িকা হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানির কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারা গার হইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্ম মনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি যাহা কহিলা যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণ বায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণ বায়ুর শরীরহইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের বড় আশ্চর্য্য মরণ সহজ সাংসারিক যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরণোত্তর কাহার ও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞান বল কি এ জ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞান নাশ যৎসঙ্গে করণে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা প্রকার জ্ঞান

কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতোষার্থ অষ্ট লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপাখ্যান শুনিয়া সে দিবস উপরত হইলেন ॥

ইতি পঞ্চদশী পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা ॥

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা ॥

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজ রাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুণেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুণের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীয় এক ভট্ট সাক্ষাৎ গিয়া তাহার নানা প্রকার যশো বর্ণন করিয়া কহিল সকল গুণেতে গুণী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুণের আশ্রয় এবং সকল গুণ বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্যে আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা

করিয়া দেবতা আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেই রূপে প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন সেই বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরু পর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ পর্ব্বতেরদিগকে রত্নময় করেন না অতএব তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক। এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাহার প্রত্যহ তপ্ত তৈল প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্ত্বিক শিরোমণি তুমি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ

করিলা রাজা চন্দ্রশেখর তোমার তুল্য হবে এই বিষম দুরাগ্রহ করিয়াছিল এই প্রযুক্ত নিত্য শরীর দাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা। সে যা হউক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্টা হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধো মুখ হইলেন ॥

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্তা ॥

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা ॥

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপস্থ ভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে রাজন্ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে রাজার ধর্ম্মবলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রী জনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথি সেবা পিতৃমাতৃরাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যান পাল রাজার সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ কালান্তক যম তুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশ শরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়াবিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারণ যে রূপে হয় তাহারে অবধান করুন। উদ্যান পালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারণার্থ বারণারোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্র

মাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা তৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই রূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রমণ করিয়া এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রাণের উপায় না পাইয়া সেই বনেতে উচ্চতর এক গিরির গুহা পিধান কপাটে রুদ্ধ হইয়াছিল সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ণ করিয়া গুহার মধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তিহইতে নামিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গুহা অতি বিস্তীর্ণা এক দেশের প্রায় রাজা অনেক প্রকার অন্বেষণ করিয়া কোথাও শূকরের তত্ত্ব না পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্বা এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ণ যে রূপে বলির দ্বারি হইয়াছিলেন সেই রূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার স্তব ও প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি শ্রদ্ধাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার গুণ কহিলেন। হে মহারাজ এই যে রস নামে বস্তু ইহাহইতে সাংসারিক ভোগের উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহাই পাইবা। এই যে রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহাহইতে পরমার্থ উপযুক্ত

যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্যে নারায়ণ প্রসাদে বস্তুদ্বয় পাইয়া সে গুহাহইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব বৎ গুহার দ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তিতে আরোহণ করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতা পুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতা পুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিয়া স্বরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ঔদার্য্য এই রূপ ছিল তুমি যদি এই রূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবস উপরত হইলেন ॥

ইতি সপ্তদশী কথা ॥

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা ॥

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে উপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহিল। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস ঔদার্য্যাদি রাজগুণ যে রূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বারি নিবেদন

করিল৷ হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনিলাম উদয়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতায়তন আছে তদগ্রভাগে মণি মুক্তা প্রবালাদি খচিত স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দ্দিক্ শোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে৷ সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্ণময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানা রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে৷ সূর্য্যোদয় কালাবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সিংহাসন সহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমে২ বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল স্পর্শ করে৷ মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমে২ হ্রাস হইয়া পূর্ব্বমত সরোবরের মধ্যে থাকে৷ এই মত প্রত্যহ হয় দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যোগপাদুকা রোহণ করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন৷ সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হয়৷ ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন৷ স্তম্ভ ক্রমে২ বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসন স্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ডতর সূর্য্যাতপে তর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন৷ তদনন্তর শ্রীসূর্য্য দেবতা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের শরীরে অমৃত বর্ষণ করিয়া রাজাকে সচেতন করিলেন৷ রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যদেবতার অনেক স্তব করিলেন৷ শ্রীসূর্য্যদেবতা

রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিবস এক ভার পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্য্য দেবতার প্রসাদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন ইতিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই উপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাব শালী হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব নয় ইহা বুঝিয়া তদ্দিবসে উপরত হইলেন॥

ইতি অষ্টাদশী কথা॥

ঊনবিংশতি পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজ রাজকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিল। হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। এ সিং হাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাহার মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ পদ্মালয় নামে পুরীর

মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন৷ তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয় নিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন৷ তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত দেখিয়াছি কিন্তু কনক কূট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকটদেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচা ভার৷ অতএব আমি সেই দেশহইতে নিবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায় তবে চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না এ শরীরের স্থিতিতে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় অতএব নীতি শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতোভাবে শরীরসংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য৷ রাজা যোগিরদের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে এক যোগির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালি পুরুষের বড় ভার কোনহ কর্ম্ম নয় এবং নীতি শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবসায়কারি লোকের দুর্ল্লভ কিছু নয় পণ্ডিতেরদের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিয়হিতবাদি জনের শত্রু কেহ নয়৷ ইহা কহিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া কনককূট পর্ব্বত ঐ যোগির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন৷ যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এস্থানে কনিমিত্ত আসিয়াছ৷ রাজা কহিলেন কেবল আপনকার সন্দর্শনার্থ৷ তদনন্তর যোগী

শ্রীবিক্রমাদিত্যকে উত্তম রাজলক্ষণযুক্ত পরম সাত্ত্বিক জানিয়া কন্থা খণ্ডিকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুণ কহিলেন। হে মহারাজ কন্থা নামে যে এ দ্রব্য ইহার এই গুণ ধন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিবা এ কন্থাকে বাম হস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্য সকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খণ্ডিকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লিখিতে পারিবে তত হইবে। আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিণ হস্তে করিয়া যে মৃত শরীর স্পর্শ করিবা সে মৃত শরীর সজীব হইবে। আমার যোগ বল লব্ধ এ বস্তুত্রয় তোমাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগির প্রসাদলব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া যোগ পাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আইসেন পথি মধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমণ কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা ছিলাম আমার শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া আমার আত্মীয় বর্গেরদিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া আমার রাজ্য দারাদি সকল আক্রমণ করিয়া লইল। সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শত্রু ভয়ে অন্য কোনহ নগর মধ্যে থাকিতে না পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছি। আমি বড় দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখোক্তি ঐ পুরুষের

শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যে অতিশয় দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগিপ্রসাদলব্ধ কন্থাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমাদিত্যে দত্ত দিব্য বস্তুত্রয় প্রভাবে পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্যদারাদি পরিজন প্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা বসিতেন তাহার ঔদার্য্য যে রূপ ছিল্ তাহা কহি লাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিং হাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন ৷৷

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা ৷৷

বিংশতি পুত্তলিকার কথা ৷৷

অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিকা সিংহা সন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া কহিল। শ্রীবিক্রমা দিত্যে তুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার। শুন শ্রীবিক্রমাদিত্যে যে রূপ ছিলেন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগর নামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখর নাম স্বপুত্রকে অত্যন্ত মূর্খ ব্যসনাবিষ্ট চিত্ত জানিয়া কহিলেন। হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রির সন্তান হইয়া মূর্খ হইলা পণ্ডিত লোকেরদের সহবাস শাস্ত্রানুশীলন করিলা না শাস্ত্রাভ্যাস প্রকাশিতা সংস্কার

সংস্কৃত বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যা কার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির ভাবাভাব প্রযুক্ত মনুষ্যে পশু ভেদ ব্যাবহারিক আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্য পশুর এক রূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাহি। তোমার সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এই রূপ পিতার শিক্ষার্থ ভর্ৎসন বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রা ভ্যাসে নিশ্চিত চিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া সদ্গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক নগরে দেবতায়তন দেখিলেন দেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতায়তনের নিকটস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবরহইতে অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরের মধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্টা হইলেন। এই মহদদ্ভুত বুদ্ধিশেখর নামা মন্ত্রি পুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিবসের পর শ্রীবিক্রমাদিত্যেকে কহিলেন রাজা শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেবতায়তন নিকটে আসিয়া নিশা সময়ে মন্ত্রিপুত্র যে রূপ কহিয়াছিলেন সে রূপ সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্টা হবামাত্র রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে

দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যে তুমি অদ্য শুভাদৃষ্টবশতঃ আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস৷ কন্যারা রাজাকে এই রূপ কহিয়া পাতাল লোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রাজপুরী তুমি গ্রহণ কর৷ রাজা কহিলেন আমার রাজপুরী আছে ঐ রাজপুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার৷ কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছি অতএব তোমাকে পারিতোষিক অষ্ট রত্ন দি গ্রহণ কর৷ এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রাপ্তি চতুর্থে দিব্য গতি সিদ্ধি পঞ্চমে যোগপাদুকা প্রাপ্তি ষষ্ঠে সর্ব্ব সুগুন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে সন্তোষ প্রাপ্তি এই রূপ অষ্ট রত্নের গুণ কহিয়া কন্যারা রাজাকে অষ্ট রত্ন দিলেন৷ রাজা ঐ অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথি মধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যেকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা করিলেন৷ হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখী তুমি উত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোনহ বিষয়ে অসদ্ভাব না থাকে এবং সদা সুখে থাকি৷ রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার না করিয়া ঐ

অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি বিংশতিতমী কথা॥

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা॥

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকট উপস্থিত দেখিয়া একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল। ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন দেশে কি অদ্‌ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক পুরীরমধ্যে দেবতায়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে সৎপুরুষ তোমাকে সম্পূর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা। রাজার রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই

বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্য বিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না। এবং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যের বিষয় শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম বল মাত্রে রাজ্য থাকে। অতএব রাজ্য স্থিতির মুখ্য কারণ ধর্ম্ম এই প্রযুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারও ভ্রমণ only কেবল ধর্ম্মার্থ তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থির প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বটে আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছে সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি রস সিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর মন্ত্রজপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রস সিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া

থাক তবে সামুদ্রক শাস্ত্রোক্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতি লক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রস সিদ্ধি হইবে। এই রূপ শ্রীবিক্রমাদিত্যে স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনে২ বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি লক্ষণ যুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থ আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যে ক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক শিরোমণি আমি তোমার পরোপকারিতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাহি আমি প্রসন্না হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রস সিদ্ধি দেহ। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রস সিদ্ধি দিয়া তথাহইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্‌ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তিরূপ নব রস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন রাজা স্বপুরী গমন করিলেন।

একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে

পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হই লেন ॥

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা ॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এ যে তোমার ভকাণ্ড প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর। তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হইবা না যে এ সিংহাসনে বসিবা শুন বিক্রমাদিত্যে যে রূপ হিতকারী ছিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যে ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে যাবদ্দিক্ষি দিকুস্থ রাজারদিগকে জয় করিয়া সর্ব্ব রাজমণ্ডলী মুকুট মণি মণ্ডিত চরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি স্বরে ভট্ট বন্দারু প্রভৃতি যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণ চরণারবিন্দ ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃত নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি রূপ প্রাতঃকৃত্য হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনু শীলন করিয়া মল্ল শালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র২ স্বর্ণ দান করিয়া ধীমন্ত্রি কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি শাস্ত্রানুসারে রাজ্য ব্যাপার করিয়া

মধ্যাহ্নকালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগি দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র জন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্লরূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার পাচক সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত তাম্বূল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎকাল শয়ন করিয়া সুপাঠিত শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষি গণের সুস্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি স্ত্রীগণ সহিত বাক্ চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধন ভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্য ক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গার রসানুভব করিয়া অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখ নিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এই রূপে কাল যাপন করিতেন। ইতি মধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রা কালে অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের

এই বাক্য শুনিয়া মনে২ বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্য ভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য মারণেত্তর কেহ কাহার নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবদ্ধন ভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজ ভাণ্ডারহইতে লইয়া যাউক। এই ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব তিনি এ সিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন ॥

ইতি দ্বাবিংশতিতমী কথা ॥

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য

ধৈর্য্য ঔদার্য্য যাহার হয় সে এ সিংহাসনে বৈস। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ। পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শুন অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বণিক্ থাকেন তাহার চারি পুত্র। ঐ বণিক্ আপন মৃত্যু সময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুণ বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণ সমূহ একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারণ করে ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাষিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়ন স্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামানুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দেহ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর বণিক্ পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্বনামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকাহইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে কেহ পারিলেন না।

এই রূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি বণিক্‌পুত্ত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্যলোকের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তথাপি কলসের তত্ত্ব নিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতালহইতে এক নাগপুত্ত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎ প্রযুক্ত গর্ব্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর গর্ব্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্ত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকার গৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজ সভা তে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্যলোকেরা সে নাগপুত্ত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকা পূরিত ঘট যাহার নামে ভূমি ধন তাহার। অঙ্গার পূরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ রূপাষ্ট ধাতুদ্রব্য তাহার। অস্থি পূরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তি ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষ পূরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার।

নাগ পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃ কৃতাংশানুসারে স্বস্ব ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিলেন। নাগ পুত্র কৃত নির্ণয় লোক পরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্যে শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্যে স্বয়ং প্রতিষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজা সম্ভাষার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকটে আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্যে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধ দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন শালবাহন সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যে সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ করিলেন তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ সৈন্যেরা ভঙ্গ হইলেন না। এক দিবস রাত্রি যোগে শালবাহনের পিতা পাতাল পুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্যে স্বকীয় সকল সেনাকে

মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃত সেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে যাইতেছেন পথি মধ্যে শালবা হন প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহত্তের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয় এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্ম করণার্জ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎ সাগর তরে এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন। ইত্যবসরে পাতালনগরী হইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিত প্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবন দানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনা সহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যান্য প্রভাবে অন্যান্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজ রাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতা দৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শিথিলাভিলাষ হইলেন ॥

ইতি ত্রয়োবিংশতি কথা ॥

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণ নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজা প্রতি পালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরল দেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্য পদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন২ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানবান্ রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতিশাস্ত্রোল্লঙ্ঘন কদাচ নাহি অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজা পীড়ন স্বপ্নেতে ও নাহি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মণ হিংসা প্রজা কলহ নিরপরাধ দণ্ড অসৎ নিরূপণ পাপ প্রবৃত্তি দেবতা প্রতিমা ভঙ্গ সাধু জন মনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল

আজ্ঞা করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমাণ রোহিণী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্র ক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গল ক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্র প্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণ নিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজালোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবা মাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মানব দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন॥

ইতি চতুর্বিংশতি কথা॥

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজ রাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য না হইলে কেহ বসিতে পারে না। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোক পর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতা মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনোপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী মণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণির হিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণ নিরপেক্ষ্য পরপ্রাণ রক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রিতচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রশংসা প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নিশ্চয় কারণ অবন্তী নগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমনে নিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগর প্রান্তোপবনে

ভ্রমণ করিতেছেন। ইতি মধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারণ করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গৌ স্বমৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবন করিলেন গৌ আসিয়া পুস্করণীতে পড়িয়া পঙ্ক লগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্যে ভ্রমণ করিতে২ তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গৌ অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে২ শ্রীবিক্রমাদিত্যেকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্বা রব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থা দুস্থ গৌকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া বাম হস্তে গৌকে ধরিয়া সরোবর মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গৌকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গোজীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গৌকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গৌ পঙ্ক পতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এই রূপ সন্দেহে রাজা গৌকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাড়াইয়া থাকিলেন। প্রভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃত গোরূপ ব্যাঘ্র রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যেকে

কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যে তোমার দয়ালুতা প্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানি বার কারণ আমরা দুই দেবতা মায়াতে এ রূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্র মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব। আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এত দিনে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্ব সম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেক তোমা কে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হইবে তাহা এই কামধেনুকে প্রার্থনা করিলে হইবে এই রূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু লইয়া আসি তেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চ বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন ॥

ইতি পঞ্চবিংশতি কথা ॥

ষট্‌ত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অপর মুহূর্তে সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ষট্‌ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসি তেন তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবী মণ্ডলাব লোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে২ অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রকার বাগা ড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন। সৎ পুরুষের এমত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ সুবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এই রূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপও করি লেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল। পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুষ্কবদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া

আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিল হে মহা রাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূত ক্রীড়াতে সর্ব্ব স্ব হারিয়া কৌপীন মাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দ২ হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারেরদের এই রূপ গতি যে ব্যক্তি দ্যূত ক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পর সেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষা বৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈব বিড়ম্বিত নির্ব্বুদ্ধি শিরোমণি রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূত নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বুলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীসম্ভোগ নিন্দা বাক্য প্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বর বিড়ম্বিত যে হেতু আমার উপকার মাত্রার্থ সুহৃজ্জন ন্যায় হিত বাক্যে তোমার নিতান্ত অহিত বুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্য দেহ ধারণে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সচেষ্টা সৎ কর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা সুখার্থে অনর্থ হেতু দ্যূতক্রিয়া করণে পুরুষ বৃথা আয়ুঃক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিল হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ কর তবে

তোমার যে কার্য্য আমাহইতে হয় তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্যে সিদ্ধ পুরুষ শুন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশ গঙ্গা জল পূরিত সুবর্ণ কুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণ কুম্ভহইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া স্বশিরো বলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুস্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতা হইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া যোগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে যোগপাদুকারোহণ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেব মন্দিরোপরি স্থিত স্বর্ণ কলসস্থ জলাহরণ করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থোদ্যত হবা মাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথাভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহণ করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া যোগ করাইয়া দেব প্রসাদলব্ধবর দিয়া স্বরাজ ধানীতে আইলেন। ষড়্বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এ রূপ বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল

হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন ॥

ইতি ষড়্বিংশতি কথা ॥

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণহইতে নিবারণ করিয়া কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিল হে মহারাজ পূর্ব্ব দেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমারদিগকে তদ্দেশীয় রাজ লোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আয়ুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবী বিলোকনার্থ বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকেরদিগকে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা তোমারদের এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহা প্রাণি মনুষ্য

বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদান জন্য সুখ কত দিন ভোগ করিবা এ মহাপ্রাণি হিংসা জন্য পাপেতে অনেক কাল পর্য্যন্ত যে নরক ভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্য হিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বর দান করেন সে দেবতার দেবত্বকে ধিক্ যে নর বলি গ্রহণ করে৷ এই রূপে তদ্দেশীয় লোকের দিগকে পবিত্র ভৎর্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্ত চন্দন রক্ত পুষ্প মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে৷ শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষণে ত্যাগ কর এ মৃত্যু ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নরবলি হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাৎ মরণ ভয় কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবা না৷ রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল হে মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবত্ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়৷ গৃহ দাহ কালে নানা দুঃখোপার্জ্জিত বিবিধ প্রবার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে তথা হইতে পলায়ন

করে তুমি অজ্ঞাত কুলশীল দেশোদাসীন পুরুষ রক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগোদ্যত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্যে কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানোদ্যত হবামাত্রে তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরংবৃণু। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি তুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষ সিদ্ধি হউক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহণ করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নর বলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্যে স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন॥

ইতি সপ্তবিংশতি কথা॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্র

তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনো মধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদ চিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর প্রান্তে গমন করিবে এই সন্দেহেতে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এপদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষন্ন বদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষন্নবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়া আছ বিষন্নবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদ প্রযুক্ত

ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ। রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষণকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে

বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলো কন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাইনা। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীর ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যান্তরে কর্ব্বুরমন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপন কার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসার রূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছেন। তোমার ও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারণ করিয়া তৎ প্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ

সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন৷ অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত৷ শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন৷৷

ইত্যষ্টাবিংশতি কথা৷৷

ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা৷৷

অপরএক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশ হইতে রাজ সাক্ষাৎকার কারণ আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর৷ দ্বারি বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল৷ রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যেনুসারে বৈতালিককে রাজ সাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন৷ বৈতালিক শত২ স্বর্ণযাষ্টিক কর্ত্তৃক

সাবধানী কৃত হইয়া রাজসভা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভা বিন্যাস পরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষণ শত২ ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানা বিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গাবেষ্টিত শ্বেতচামর বীজিত বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতচ্ছত্রোপসেবিত এতৎ সিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই৷ বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন৷ বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবা মাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাংহল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয়৷ অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না

অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজ সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎ কারে সভাস্থানহইতে আকাশ পথে গমন করিলেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধার দের সিংহনাদে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগা

মিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রিতচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব লোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অতএব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্ম সংস্থাপনই কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কামকার ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় বটে কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য। বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামি মরণেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামী শরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহ সিদ্ধি

এবং পুরুষের শক্তি রূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা অতএব মহারাজ লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয়। যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জল প্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘ কালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জল মধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারা পরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্য

লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহা রাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রি বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখগিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরমধার্ম্মিকত্বাদি গুণ প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে আমি অনেক ক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই

বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্যন্ত তাহা বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্ট মহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজ সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ড্য দেশ রাজ প্রেরিত নানা বিধ ধন সঞ্চয় শত২হস্তি ঘোটকাদি উপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্যে ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্ম ভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন ॥

ইতি ঊনত্রিংশ কথা ॥

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার অন্য এক দিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতৎ সিংহাসনোপবেশী শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যোপাখ্যান শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানিতেন না ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। অনন্তর যে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করাণ অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে এই রূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল তদনন্তর শুভক্ষণ করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ প্রবেশ করিলেন। রাত্রি যোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধু পুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদহইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনহ রূপে তদ্রজনী যাপন করিলেন। পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রাসাদ করণে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ধন

সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনী যোগে প্রাসাদ মধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতি মধ্যে প্রাসাদহইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন তদনন্তর ঐ প্রাসাদ মধ্যে সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্ণ বৃষ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ণ সকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজ রাজ পরা বৃত্ত হইলেন ॥

ইতি ত্রিংশ কথা ॥

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। এক দিবস প্রাণ সত্বগ্রামহইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিক্ পুত্র অবন্তী নগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে

সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তী নগরেএক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথি কাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নাম ভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহা রাজ বিক্রমাদিত্যে আপনি লন পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণিক্ দারিদ্র নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহাঁর মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক্ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র দশ সহস্র মুদ্রা ইহার মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল রাজকীয় দূতেরা রাজ সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজ

লক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র পুরুষ গ্রহন করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরশ্চেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞতা বৃত্তি ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত

হবা মাত্রে সত্যেগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্ম নিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্ম্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিব সের পর ঐ সত্যেগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যেসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসি বার পাত্র। শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন॥

ইত্যেকত্রিংশ পুত্তলিকার কথা॥

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা॥

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজ রাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতদ্দুরাসন উপবেশন শীলি শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎগুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহ প্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজালোকেরা শস্য মাহার্ঘ্য প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবি ক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি

অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এই রূপ পরামর্শ করিয়া অন্য২ রাজ দেশহইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূত প্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থিরা যে স্থানে যে ভক্ষ দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধক আচরণ না করিবে যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে। এই রূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে সেই ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কথন করি নাহি ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্ত সপরিবারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ও মনো মধ্যে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়ণার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা ব্রত ভঙ্গ হয়। এই রূপ চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া

বর প্রার্থনা করিলেন। হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারিতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল সামগী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্য ফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধি রহিতের চিত্ত শুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন প্রতারক কল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হউক। কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান্ সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানির

দের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানি পুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিদ্ধস্ত কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধ সূত্র পটের জনক নহেন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধ পরম্পরা সিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গও নরক মিথ্যা এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগণকুসুম প্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃ স্থিত্যুৎপত্তি প্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা মাত্র অতএব প্রত্যক্ষা তিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্য বুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধ গোলাঙ্গূলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশ মাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্যে চার্ব্বাকের এই রূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্তপ্রমাণ নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্য গ্রহ কি রূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাঁহার

কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখি তেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরশ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত ব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃত ব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আকাশ পতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত যদি বল আকাশপতিত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্য রূপ শব্দ প্রমাণ মানিতে হইল। এই রূপ যদি অনুমান শব্দ প্রমাণ মানিলে তবে যাবৎ অনুমান সিদ্ধ এবং শব্দ প্রমাণ সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় বৎ বাক্য উপযুক্ত নয় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশ কাল কারণ জাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ দুঃখাত্মক শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক

ভাবে বর্ত্তমান যেং বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবরে হ্রদ নদ নদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেকভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবে অবশ্য তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্ত কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপার সাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না তিনি সর্ব্বত্র স্থিত কিন্তু সকলের দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটন পটুতরা অতএব তাঁহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণ স্বরূপা অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর শক্তি কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বর শক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তি সহকারে নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন এবম্বিধ পরমেশ্বর বিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন। শ্রীবিক্রমাদিত্যে এই রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের

হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন যেমন মাতা সন্তানের রোগ নিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পান করাবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্টমোদকাদি দিব এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎমাতৃরূপাশ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ স্বর্গাদি রূপ ফল দর্শাইয়া বহুয়াস সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ডে প্রবর্ত্তান যেমন রোগ নিবৃত্তির ফল সুস্থতা তেমন কামাদিনিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠতা অতএব সকল কর্ম্ম কাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যাফলক অতএব তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল ক্ষেপণ কেন কর৷ রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ মহৌষধি পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা পিশাচী পলায়ন করিলেন চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন৷ দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হবা মাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপষ্টম্ভে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ যাহাতে থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার

সমূহ অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমার হিতকা ম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না তুমি আমারদের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবর ভাবহইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাবপ্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥

ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশৎ

পুত্তলিকোপাখ্যান

সমাপ্ত হইল ॥

کتاب کالج فورٹ ولیم
किताब कालिज फ़ोर्ट विलियम
পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলিয়ম

LONDON:
Printed by Cox and Baylis,
Great Queen Street.